দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 2 9 JUL 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ই হক কোচিং সেন্টারের আয় মাসে কোটি টাকা, শিক্ষক বাদশা হত্যার পিছনেও এই টাকার খেলা

ফজলে নোমানী ॥ প্রায় কোটি টাকা মাসিক আয় হতো 'ই হক' কোচিং সেন্টারের। ঢাকায় ১৮টি এবং বরিশালে একটি শাখা রয়েছে। ঢাকার ফরিদাবাদ ও বাংলাবাজারে নতুন সেন্টার খোলা হচ্ছে। বিপুল অঙ্কের এই টাকাই লেকসার্কাস কলাবাগানস্থ 'ই হক' কোচিং সেন্টারে শিক্ষক বাদশা নিহতের নেপথ্যে বলে গোয়েন্দারা মনে করছেন। হত্যাকাণ্ডের মোটিভ পরিষ্কার দু'এক দিনের মধ্যেই আসামীদের গ্রেফতারে সমর্থ হবেন বলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা দাবি করেন।

তাড়াটে খুনীরাই এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারে বলে গোয়েন্দাদের অনুমান। সে ক্ষেত্রে মালিক ইমাদুল হকের মেয়ের সাবেক জামাতা অভির দিকেই সন্দেহের তীর। তিনি সন্ত্রাসী শাহাদত বাহিনীর সদস্য বলে পুলিশ জানায়। তবে, নিহতের ভাই ও এ হত্যা মামলার বাদী শাহজালাল বলেন, অভি বাদশা স্যারকে চিনতো। তার গডগোল মালিকের সঙ্গে। তিনি বলেন, মালিকের ছোটভাই ফারুক মাত্র ৩/৪ দিন আগেই বাদশা স্যারকে কোচিংয়ে আসতে নিষেধ করেছিলেন। আগ থেকেই মালিক বাদশা স্যারকে পছন্দ করায় মালিকের সৎভাই জসিম, ভাগ্নে হাসান ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা অপুর সাথে তার দ্বন্দ্ব ছিল। মালিকের কথাতেই বাদশা কোচিংয়ে যাতায়াত অব্যাহত রাখেন জানিয়ে শাহজালাল বলেন, কিছু হলে আমি দেখব বলে ইমাদুল হক শিক্ষক বাদশাকে আশ্বস্ত করেন। জনকণ্ঠের সঙ্গে টেলিফোনে ইমাদুল হক এসব অস্বীকার করেন। এদিকে, এ হত্যাকাণ্ডে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। ধানমণ্ডি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনোয়ার হোসেন দাবি করেন দু'একদিনের মধ্যেই তারা খুনীকে ধরে ফেলবেন। তাদের কাছে হত্যাকাণ্ডের মোটিভ পরিষ্কার। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আবুল বাশার জানান, তারা ইমাদুলের ভাই ফারুক, ভাগ্নে হাসান ও সৎভাই জসিমকে খুঁজছেন। অভিও রয়েছে তাদের সম্ভাব্য গ্রেফতারের তালিকায়।

শাহাদাত বাহিনীর অভির দিকেই সন্দেহের তীর

এদিকে, নিহতের পরিবারের অভিযোগ এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ রহস্যজনক আচরণ করছে। নিহতের ভাই শাহজালাল বলেন, তিনি যখন এই হত্যা মামলা করতে ধানমণ্ডি থানায় যান তখন নিহতের স্ত্রী তাসনিমা কোমও তার সঙ্গে ছিলেন। ফারুক কর্তৃক বাদশাকে কোচিংয়ে না আসতে বলা এবং হাসান, অপু ও জসিমের প্রতি সন্দেহ এবং সন্দেহের কারণ ও তিনি পুলিশকে জানান। তথাপি, পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেনি। ওসি মনোয়ার জানান, তারা নিহতের মোবাইলের কললিস্ট ধরে অগ্রসর হয়ে খুনী সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন। একটি সূত্র মতে, হত্যার কিছু আগে অপু নামের প্রশাসনিক কর্মকর্তার একটি

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ই হক কোচিং সেন্টারের

(১১-এর পাতার পর)

ফোন পান বাদশা।

শনিবার ১২৮ লেকসার্কাস কলাবাগানস্থ 'ই হক' কোচিং সেন্টারের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে তালা বন্ধ পাওয়া যায়। মালিক ইমাদুল হকের সঙ্গে আগের দিন কথা হলেও তাকে মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে না। কথা হয় টিটো স্যারের সঙ্গে। তিনি জানান, ঘটনার দিন বৃহস্পতিবার সকালের শিফটে একটি পরীক্ষা ছিল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত। আবার ৩টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবার কথা। এদিন দুপুর আড়াইটার দিকে কোচিংয়ের দোতলার অফিস রুমে গনিতের শিক্ষক ও 'ই হক' কোচিংয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবুল বাশার বাদশা খুন হন। তখন ভবনে কোচিং সংশ্লিষ্ট আর কোন ব্যক্তিই ছিল না। বিষয়টি রহস্যজনক এবং পূর্বপরিকল্পিত বলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তার অভিমত। তিনি বলেন, নিহতের শরীরে ৫টি গুলির চিহ্ন রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে তারা ১টি বুলেটও জব্দ করেন। তবে, ঐ ভবনে আরও লোকজন থাকে। তিনতলা এই কোচিং সেন্টার ভবনের দোতলায় কোচিং চলে। এক তলায় রয়েছে একটি দর্জির দোকান। এছাড়া, তিন তলায় বিভিন্ন কলেজে পড়ুয়া ছাত্ররা মেস হিসাবে থাকে। এইচএসসি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসা মেস নিবাসী নিজাম জানান, দুপুর আড়াইটার দিকে জোরে তিন পেটোনোর মতো বিকট ৩টি শব্দ হয়। তারা ভয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেন। প্রায় ৫ মিনিট পর শুনতে পান, কোচিংয়ের মেয়েরা চিৎকার করছে যে, বাদশা স্যারকে মেরে ফেলেছে। তখন দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষা শুরু হবার কথা। ততক্ষণে অন্তত ৪/৫ জন শিক্ষক কোচিংয়ে উপস্থিত থাকার কথা বলে নিহতের ভাই শাহজালালের দাবি। তিনি বলেন, পিয়ন দারোয়ান ছাড়াও ৮/১০ জন শিক্ষক কিন্তু সবসময়ই থাকেন। ঐ ভবনের নিচ তলার দর্জির দোকানের মালিক আবুল কাশেমও ঘটনার সময় এ ভবনে ছিলেন। নিজামের মত অনুরূপ বক্তব্য তারও ছেলে-মেয়েরা চিৎকার করছে শুনে তিনি দোতলার অফিস রুমের ভিতর বাদশা স্যারকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি বলেন, কেবল রাত ছাড়া এ ভবনটি কখনও খালি থাকে না।

এ সেন্টারে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২শ' ৩০ জন বলে জানা গেছে। প্রায় এক দশক ধরে সাফল্যের সঙ্গেই চলছিল কোচিং সেন্টারটি। ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০ জন জুনিয়র লেভেলে এবং এসএসসির ব্যাচে ৫০ জন, এইচএসসির একাধিক ব্যাচে মোট ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এখানে প্রতিমাসে এসএসসির জন্য ৫ হাজার এবং এইচএসসির বিভিন্ন বিভাগের জন্য ন্যূনতম ৬ হাজার টাকা নেয়া হয়। জুনিয়র লেভেলে ৫ শত থেকে শুরু করে এক হাজার টাকা পর্যন্ত। সে হিসাবে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকা মাসিক আয়। একজন শিক্ষক জানান, ইমাদুল স্যার অনেককে কম খরচে পড়ার সুযোগ দিতেন। এতিমরা ফ্রী পড়ত। এছাড়া, ফুল ফ্রী ও হাফ ফ্রীর ব্যবস্থা রয়েছে। দোতলার ৪টি রুমে ব্যাচ করে যেখানে ২ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করে সেখানে সবসময় গমগম করত বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।

এদিন কোচিং আকস্মিক বন্ধ থাকায় অনেক ছাত্র-ছাত্রীরাই এসে ফিরে যান। এ প্রসঙ্গে টিটো স্যার জানান, রবিবার থেকে আবার ক্লাস চলবে।

এদিকে নিহতের ভাই শাহজালাল বলেন, মালিক ইমাদুলের স্ত্রী আবার সম্পর্কে তাদের চাচাত বোন হয়। ঘটনার পর মর্গে পোস্টমর্টেম চলাকালীন এটি অভির কাণ্ড বলে উপস্থিত সাংবাদিকদের তিনি জানান। অভি নাকি তাকে ফোন করে বলেছে, হাসান স্যারকেতো শেষ করে দিলাম। তবে, তার সেই বক্তব্যের সাথে শাহজালাল একমত হন। তিনি বলেন, হাসান স্যার আবার কে। আর অভি তো বাদশা স্যারকে চিনতো। মেয়ের জামাতা থাকাকালীন তাদের সুসম্পর্কই ছিল। জানা গেছে, মেয়ে জামাতা একজন সন্ত্রাসী বিষয়টি প্রকাশিত হবার পর ইমাদুল হক মেয়ের তালাক করিয়ে নেন। সে সময় অভি তাকে শাসিয়েছিল।